আল-আকিদা আত-তহাবিয়্যাহ

মূল : ইমাম আবু জা'ফর আহমাদ তহাবি হানাফি রহ. (২২৯-৩২১ হিজরি)

[সালাফে সালিহিন, বিশেষত ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম কাজি আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানি রহ.-এর গৃহীত উসুল (নীতি) অনুযায়ী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকিদা।]

অনুবাদ : মুফতি শরিফুল ইসলাম

শিক্ষক, বাইতুস সালাম মাদ্রাসা, উত্তরা, ঢাকা

সম্পাদনা : শাইখ আলী হাসান উসামা

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মারকাজুল ইমাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ., রাজবাড়ী

সূচিপত্র

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি রহমান ও রহিম

[দ্রষ্টব্য : **রহমান** ও **রহিম**, আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহের অন্তর্গত। আরবি নিয়ম অনুসারে **রহমান** অর্থ সেই সত্তা, যার রহমত ও দয়া অত্যন্ত প্রশস্ত (Extensive) অর্থাৎ যারা রহমত দ্বারা সকলেই উপকৃত হয়। আর **রহিম** অর্থ সেই সত্তা, যার রহমত খুব বেশি (Intensive) অর্থাৎ, যার প্রতি তা হয়, পরিপূর্ণরূপে হয়।

দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার **রহমান** গুণের দরুন রহমত সকলেই ভোগ করে। মুমিন ও কাফির নির্বিশেষে সকলেই তা দ্বারা উপকৃত হয়। সকলেই রিজিক পায় এবং দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ দ্বারা সকলেই লাভবান হয়। আখিরাতে যদিও কাফিরদের প্রতি কোনোরূপ রহমত প্রদর্শন হবে না, কিন্তু যাদের প্রতি হবে (অর্থাৎ মুমিনদের প্রতি), আল্লাহ তাআলার **রহিম** গুণের দরুন পরিপূর্ণরূপেই হবে। ফলে সেখানে নিয়ামতের সাথে কোনো রকমের দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।]
{তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, আল্লামা তাকি উসমানি : ১/৫৯}

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ الْعَلَّامَةُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ أَبُو جَعْفَرٍ الْوَرَّاقُ الطَّحَاوِيُّ بِمِصْرَ رَحِمَهُ اللَّهُ:

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري وأبي عبد هللا محمد بن الحسن الشيباني رضوان هللا عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين

সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর জন্য।

হুজ্জাতুল ইসলাম আবু জাফর আল-ওয়াররাক আত-তহাবি আল-মিসরি রহ. বলেন :

এটি (অর্থাৎ এই পুস্তিকায় আলোচ্য বিষয়সমূহ), ফুকাহায়ে মিল্লাত ইমাম আজম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত কুফি রহ., ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইবরাহিম আনসারি রহ. এবং আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানি রহ.-এর গৃহীত নীতি অনুযায়ী **আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ** - এর আকিদা।

এ মহান মনীষীগণ দীন ইসলামের নীতিসমূহের প্রতি যে আকিদা পোষণ করতেন এবং যেসব নীতি অনুসরণ করে তাঁরা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলামকে জীবন-বিধান হিসেবে পালন করতেন, (এ পুস্তিকা) তারই বিবরণ।

তাওহিদ (একত্ববাদ)

نَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ

আল্লাহর তাওফিকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাঁর তাওহিদ (একত্ববাদ) সম্পর্কে বলছি যে :

إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ এক ; তাঁর কোনো শরিক নেই।

وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ،

২. তাঁর সদৃশ কিছুই নেই।

وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ،

৩. কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না।

وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ

৪. তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ (ইবাদতের উপযুক্ত সত্তা) নেই।

قَدِيمٌ بِلَا ابْتِدَاءٍ، دَائِمٌ بِلَا انْتِهَاءٍ

৫. তিনি অনাদি চিরন্তন (قَدِيم) ; তাঁর কোনো আদি (শুরু) নেই। তিনি অবিনশ্বর অনন্ত (دَائِم) ; তাঁর কোনো অন্ত (শেষ) নেই।

لَا يَفْنَى وَلَا يَبِيدُ

৬. তিনি কখনো ধ্বংস হবেন না, কখনো শেষ হবেন না।

وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ

৭. তিনি যা ইচ্ছা করেন, শুধু তা-ই সংঘটিত হবে।

لَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ، وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ

৮. অনুমান-কল্পনার ব্যাপ্তি তাঁর পর্যন্ত পৌঁছায় না। বোধ-বুদ্ধি তাঁকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে না।

وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامَ

৯. তিনি কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য রাখেন না।

حَيٌّ لَا يَمُوتُ، قَيُّومٌ لَا يَنَامُ

১০. তিনি চিরঞ্জীব ; কখনো তাঁর মৃত্যু হবে না। তিনি চিরজাগ্রত ; কখনো ঘুমান না।

خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ، رَازِقٌ لَهُمْ بِلَا مُؤْنَةٍ،

১১. তিনি স্বীয় প্রয়োজন ছাড়াই সৃষ্টিকর্তা (অর্থাৎ, কোনো কিছুই নিজের কোনো প্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি), তিনি কষ্ট-ক্লান্তি বিহীন রিজিকদাতা।

مُمِيتٌ بِلَا مَخَافَةٍ، بَاعِثٌ بِلَا مَشَقَّةٍ

১২. তিনি নির্ভয়ে মৃত্যুদানকারী ; বিনা কষ্টে পুনরুত্থানকারী।

مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ، لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ، وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا

১৩. কোনো কিছু সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই তিনি আপন গুণাবলির সাথে শাশ্বত (অনাদি - قَدِيم) সত্তা হিসেবে বিদ্যমান। সৃষ্টি করার কারণে তাঁর গুণাবলির মধ্যে এমন কিছু বৃদ্ধি পায়নি যা সৃষ্টি করার পূর্বে ছিল না। তিনি স্বীয় গুণাবলিসহ যেমন অনাদি (ছিলেন), তেমনি তিনি স্বীয় গুণাবলিসহ অনন্ত (থাকবেন)।

لَيْسَ مُنْذُ خَلَقَ الْخَلْقَ اسْتَفَادَ اسْمَ "الْخَالِقِ"، وَلَا بِإِحْدَاثِهِ الْبَرِيَّةِ اسْتَفَادَ اسْمَ "الْبَارِي"

১৪. মাখলুক সৃষ্টির পর তিনি আপন গুণবাচক নাম خَالِق (সৃষ্টিকর্তা) অর্জন করেননি। আর তিনি অস্তিত্বহীন জগৎ উদ্ভাবন করার কারণে আপন গুণবাচক নাম بَارِي (উদ্ভাবক) অর্জন করেননি। (বরং পূর্ব থেকেই তিনি خَالِق - সৃষ্টিকর্তা ও بَارِي - উদ্ভাবক ছিলেন)

لَهُ مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ وَلَا مَرْبُوب، وَمَعْنَى الْخَالِقِ وَلَا مَخْلُوق

১৫. কোনো مَرْبُوب (প্রতিপালিত)-এর অনস্তিত্বেও তিনি رَبّ (প্রতিপালক) গুণে গুণান্বিত। কোনো مَخْلُوق (সৃষ্টি)-এর অবর্তমানেও তিনি خَالِق (সৃষ্টিকর্তা) গুণে গুণান্বিত।

وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَى اسْتَحَقَّ هَذَا الِاسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ، كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ

১৬. তিনি মৃতকে জীবন দান করার পর যেমন مُحْيِي (জীবনদানকারী) প্রমাণিত হয়েছেন, তদ্রুপ কোনো মৃতকে জীবন দান করার পূর্বেও তিনি مُحْيِي (জীবনদানকারী) গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এমনিভাবে মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বেই তিনি خَالِق (সৃষ্টিকর্তা) গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ شَيْءٍ،
﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:11]

১৭. এসব (অর্থাৎ, উপরে উল্লেখকৃত বিষয়গুলো) এ জন্য যে, তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান এবং সবকিছুই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। আর সমস্ত বিষয় তাঁর নিকট সহজ। তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন।

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:11]

তাঁর সদৃশ কিছুই নেই এবং তিনি سَمِيعُ (সর্বশ্রোতা) ও بَصِيرُ (সর্বদ্রষ্টা)। [সুরা শুরা : **১১**]

خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ

১৮. তিনি আপন ইলম (সুনিশ্চিত জ্ঞান) দ্বারা মাখলুক সৃষ্টি করেছেন।

وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا

১৯. তিনি তাদের (মাখলুকের) জন্য সীমা (অর্থাৎ তাকদির) নির্ধারণ করেছেন।

وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا

২০. তিনি প্রত্যেকের জন্য সময় (মেয়াদকাল) নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ

২১. মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন বা অস্পষ্ট ছিল না। বরং মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেই তিনি জানতেন সৃষ্টির পর কে কী করবে।

وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ

২২. তিনি (মাখলুককে) তাঁর আনুগত্য করার আদেশ করেছেন এবং তাঁর অবাধ্যতা (নাফরমানি) করতে নিষেধ করেছেন।

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ، فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

২৩. সবকিছু তাঁর ইচ্ছা এবং নির্ধারণ অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং তাঁর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয় - বান্দার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় না। সুতরাং মাখলুকের জন্য তিনি যা চান তা-ই হয়, আর যা চাননা তা হয়না।

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلًا، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا

২৪. তিনি আপন অনুগ্রহে যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়াত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেন। আর তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় ন্যায়বিচার পূর্বক তাকে পথভ্রষ্ট এবং বিপদগ্রস্ত করে পরীক্ষায় ফেলেন।

وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ

২৫. সকলেই তাঁর ইচ্ছার অধীনে, তাঁর অনুগ্রহ ও ন্যায়বিচারের মাঝে আবর্তিত হয়ে থাকে।

وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ

২৬. তিনি সকল প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষের ঊর্ধ্বে (অর্থাৎ, তাঁর সমতুল্য কেউই নেই, না কারও পক্ষে হওয়া সম্ভব)।

لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ

২৭. তাঁর ফয়সালা রদ করার মতো কেউ নেই। তাঁর হুকুমকে বিলম্বিত করার মতোও কেউ নেই। তাঁর হুকুমের ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারীও (হস্তক্ষেপকারী) কেউ নেই।

آمَنَّا بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِهِ

২৮. উপরিউক্ত সব বিষয়ের ওপর আমরা ইমান রাখি এবং এই মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করি যে - সব কিছু তাঁর পক্ষ থেকেই হয়েছে।

খাতমে নবুওয়াত সম্পর্কে আকিদা

وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى، وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى

২৯. নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর (আল্লাহ তাআলার) নির্বাচিত বান্দা, মনোনীত নবি ও সন্তোষভাজন রাসুল।

وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ، وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

৩০. নিশ্চয়ই তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশেষ নবি, মুত্তাকিদের ইমাম, সায়্যিদুল মুরসালিন (সকল রাসুল আ.-এর সর্দার) এবং বিশ্বজাহানের রবের হাবিব (বন্ধু)।

وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوًى

৩১. তাঁর (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) পরে নবুওয়াতের যত দাবি (হয়েছে বা হবে), সবই ভ্রান্তি-গোমরাহি ও আত্মপূজার নামান্তর।

وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ، وَكَافَّةِ الْوَرَى، بِالْحَقِّ وَالْهُدَى، وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ

৩২. তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য ও হিদায়াত, আলো ও জ্যোতিসহকারে জিন ও সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম, মাখলুক তথা সৃষ্ট নয়

وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ، فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَعَابَهُ، وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾[المدثر:26]، فَلَمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾[المدثر:25]، عَلِمْنَا وَأَيْقَنَّا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ، وَلَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ

৩৩. নিশ্চয়ই কুরআন আল্লাহর কালাম, এটি তাঁরই কাছ হতে (সাধারণ) কথাবার্তার পদ্ধতি ছাড়া (কথা হিসেবে) নাজিল করা হয়েছে। একে তিনি তাঁর রাসুল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর ওহিরূপে নাজিল করেছেন এবং মুমিনগণ তাঁকে এব্যাপারে সত্যায়ন করেছেন। তারা (মুমিনগণ) দৃঢ় বিশ্বাস করেছেন, তা বাস্তবিকই আল্লাহর কালাম, যা মানুষের কথার ন্যায় কোনো মাখলুক (সৃষ্ট) নয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন শোনে এবং ধারণা করে যে, এটি কোনো মানুষের কথা - সে কাফির হয়ে যায়। তাই তিনি (আল্লাহ তাআলা) এরূপ ধারণাকারীদের নিন্দাবাদ ও দোষারোপ করেছেন এবং জাহান্নামের শাস্তির ধমক দিয়েছেন। যেমন :

﴿سَأُصۡلِيهِ سَقَرَ﴾[المدثر:26]

অতিসত্বর আমি তাকে সাকার-এ (যা জাহান্নামের একটি স্তর) প্রবেশ করাব। **[**সুরা মুদ্দাসসির : ২৬]

সুতরাং, তিনি এমন ব্যক্তিকে سَقَرَ **(সাকার)-এ প্রবেশ করাবেন, যে বলবে :** ﴿إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ﴾[المدثر:25]

এটি তো মানুষের কথা ছাড়া কিছু নয়। [সুরা মুদ্দাসসির : ২৫]

তখন আমরা বুঝতে পারলাম ও দৃঢ় বিশ্বাস করলাম যে, কুরআন মানুষের খালিক (স্রষ্টা)-এর কালাম, মানুষের কথার সাথে এর কোনো সাদৃশ্য নেই।

মানবীয় গুণাবলি দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে গুণান্বিত করা কুফর

وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ، وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ، وَعَلِمَ أَنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ

৩৪. যে ব্যক্তি মানবীয় গুণাবলির মধ্য থেকে কোনো গুণ দ্বারা আল্লাহকে গুণান্বিত করবে, সে কাফির হয়ে যাবে।

সুতরাং যে এ বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখবে (চিন্তা করবে), সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং (আল্লাহ সম্পর্কে) কাফিরদের ন্যায় (অবাস্তব ও অবান্তর) কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। আর বুঝতে পারবে যে, তিনি (আল্লাহ তাআলা) স্বীয় গুণাবলিতে মানুষের মতো নন।

জান্নাতে আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ সংক্রান্ত আকিদা

وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ، كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ(22)إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾[القيامة:2322]، وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ

وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ، لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا، وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا، فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عز وجل وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم ، وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ

৩৫. জান্নাতবাসীদের জন্য (আল্লাহ তাআলার) দর্শন লাভ সত্য। তা হবে বিনা পরিবেষ্টনে এবং কোনো কাইফিয়াত (ধরণ/প্রকৃতি/স্বরূপ) ব্যতিরেকে।

যেমন : রবের কিতাবে (কুরআনে) আছে,

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ(22)إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة 2322]

সেদিন অনেকের (অর্থাৎ, জান্নাতবাসীদের) চেহারা হবে উজ্জ্বল। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। [সুরা কিয়ামাহ : ২২-২৩]

এ আয়াতের তাফসির আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত ইলম ও তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হতে হবে। এ বিষয়টি বিশুদ্ধ হাদিসসমূহে যেভাবে এসেছে ওভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। অর্থাৎ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা-ই স্বীকার করে নিতে হবে। এতে আমরা নিজেদের রায় মোতাবেক অপব্যাখ্যা কিংবা নিজেদের প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে অনধিকার চর্চা করবো না।

কেননা দীনের ব্যাপারে কেবল সে ব্যক্তিই (ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে) নিরাপদ থাকতে পারে, যে নিজেকে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে সমর্পণ করতে পারে এবং যে বিষয়ে সংশয়গ্রস্ত হয় তা (ওই বিষয়ের পারদর্শী) আলিমের কাছে ছেড়ে দেয়।

নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই ইসলামের মূলভিত্তি

وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ، فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ، وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ، وَصَافِي الْمَعْرِفَةِ، وَصَحِيحِ الْإِيمَانِ، فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ، مُوَسْوَسًا تَائِهًا، زَائِغًا شَاكًّا، لَا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا، وَلَا جَاحِدًا مُكَذِّبًا.

৩৬. পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ ছাড়া কারও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কোনো বিষয়ে ইলম অর্জনে সচেষ্ট হবে, যা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যার বোধশক্তি সন্তুষ্ট হয় না, তার এই উদ্দেশ্য তাকে বিশুদ্ধ (খালিস) তাওহিদ, নিষ্কলুষ মা'রিফাত (প্রকৃত পরিচয়-জ্ঞান) ও বিশুদ্ধ ইমান থেকে দূরে রাখবে।

এরপর সে কুফর-ইমান, স্বীকৃতি-অস্বীকৃতি এবং গ্রহণ-প্রত্যাখ্যানের মাঝামাঝি দিশেহারা হয়ে দোটানায় দোদুল্যমান থেকে যাবে। সে না হবে পূর্ণ বিশ্বাসী মুমিন, আর না হবে দৃঢ় অবিশ্বাসী কাফির।

وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ، أَوْ تَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ، إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَةِ وَتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنًى يُضَافُ إِلَى الرُّبُوبِيَّةِ تَرْكَ التَّأْوِيلِ وَلُزُومِ التَّسْلِيمِ، وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُسْلِمِينَ.

৩৭. (জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ সম্পর্কে) এমন লোকের ইমান বিশুদ্ধ হবে না, যে এ সম্পর্কে সংশয় পোষণ করে (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ কাল্পনিক মনে করে) কিংবা স্বীয় জ্ঞানানুসারে এর অপব্যাখ্যা করে।

সুতরাং (জান্নাতে আল্লাহ তাআলার) দর্শন লাভ ও তাঁর রুবুবিয়্যাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সকল অপব্যাখ্যা ছেড়ে দিয়ে (অবিকৃতভাবে) তা গ্রহণ করলেই ইমান বিশুদ্ধ হবে। আর এর ওপরই মুসলিমদের দীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ তাআলার পবিত্র গুণাবলি সম্পর্কে আকিদা

وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ، فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ، مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ، لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ

৩৮. আর যে ব্যক্তি (আল্লাহ তাআলার গুণাবলির ক্ষেত্রে) অস্বীকৃতি ও তাশবিহ (সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য/তুলনা দেওয়া) থেকে বিরত না থাকবে, অবশ্যই তার পদস্খলন ঘটবে এবং সে (আল্লাহ তাআলার) পবিত্রতার ক্ষেত্রে সঠিক বিশ্বাস স্থাপনে ব্যর্থ হবে। কেননা, আমাদের রব নিঃসন্দেহে একক গুণাবলি ও অনন্য বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত। বিশ্বজাহানে কেউ তাঁর গুণে গুণান্বিত নয়।

وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ، لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ

৩৯. (আল্লাহ তাআলা), সীমা-পরিসীমা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সমস্ত উপাদান-উপকরণ থেকে বহু ঊর্ধ্বে (অর্থাৎ, এসব থেকে পবিত্র) এবং সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুর ন্যায় ৬ দিক (উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, উপর-নিচ) তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইসরা (রাতের সফর) ও মিরাজ (ঊর্ধ্বগমন) সম্পর্কে আকিদা

وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلَا، وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: 11]. فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى

৪০. মিরাজের ঘটনা ধ্রুব সত্য। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে। আর তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে আসমানে ওঠানো হয়, অতঃপর ঊর্ধ্ব জগতে যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আল্লাহ যা ইচ্ছা তা দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন এবং যে ওহি দেওয়ার ছিল, তা দিয়েছেন।

(কুরআনে বিবৃত হয়েছে)

﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾[النجم:11]

(রাসুলের) অন্তর মিথ্যা বলেনি, যা সে দেখেছে। [সুরা নাজম : **১১**]

আল্লাহ তাআলা, (রাসুল) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন।

[**ইসরা** : হিজরতের পূর্বে কোনো এক রাতে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সশরীরে কাবা (মসজিদে হারাম) থেকে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গী হিসেবে ছিলেন জিবরিল আ.। রাতের এই ভ্রমণকে আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইসরা বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সকল নবি আ.-এর সালাতের ইমামতি করেন।

মিরাজ : ইসরা সম্পন্ন হওয়া পর, বাইতুল মাকদিস থেকে এক এক আসমান পার করে সর্বশেষ সপ্তম আসমানের ওপর বিদ্যমান সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সশরীরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ঊর্ধ্বজগতের পানে এই সফর চলাকালীন তাঁকে অনেক অত্যাশ্চর্যজনক জিনিস দেখানো হয়। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সরাসরি কথা বলেন এবং তাঁকে সম্মানিত করেন ওহি দ্বারা।]

হাউজে কাউসার ও শাফাআত সম্পর্কে আকিদা

وَالْحَوْضُ الَّذِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ غِيَاثًا لِأُمَّتِهِ حَقٌّ

৪১. হাউজ (কাউসার) সত্য। যা উম্মাহর পিপাসা নিবারণের জন্য আল্লাহ তাআলা (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে) দান করে সম্মানিত করেছেন।

وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ، كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ

৪২. (কিয়ামতের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক) শাফাআত সত্য। তিনি আপন উম্মাহর জন্য তা সংরক্ষণ করে রেখেছেন। বিষয়টি বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

রুহের জগতে আল্লাহ তাআলাকে দেওয়া অঙ্গীকার সত্য

وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَقٌّ

৪৩. আল্লাহ তাআলা, আদম আ. ও তাঁর সন্তানদের থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তা সত্য।

[অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা রুহের জগতে (আলমে আরওয়াহ) এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে,

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ

আমি কি তোমাদের রব নই ?

তখন সমস্বরে সবাই বলেছিল,

بَلٰي ۛۚ شَهِدْنَا ۛۚ

কেন নয় ? আমরা সকলে (এ বিষয়ে) সাক্ষ্য দিচ্ছি।

যা কুরআনে সুরা আ'রাফের ১৭২ নং আয়াতে বিবৃত হয়েছে।]

আল্লাহ তাআলা, বান্দার চূড়ান্ত পরিণতি ও কৃতকাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত

وَقَدْ عَلِمَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدُ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ

৪৪. আল্লাহ তাআলা অনাদিকাল থেকে জান্নাতে প্রবেশকারীর সংখ্যা এবং জাহান্নামে প্রবেশকারীর সংখ্যা সামগ্রিকভাবে জানেন। এই সংখ্যা আর বাড়বেও না, কমবেও না।

وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ،

৪৫. তদ্রূপ (আল্লাহ তাআলা) তাঁর বান্দার কাজ-কর্ম সম্পর্কে আগ থেকেই অবগত আছেন। যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ সহজ করে দেওয়া হয়েছে। আর সকল কাজের মূল্যায়ন চূড়ান্ত পরিণতির উপর নির্ভরশীল।

প্রকৃত সৌভাগ্যবান ও হতভাগা

وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللَّهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ

৪৬. প্রকৃত সৌভাগ্যবান সে, যে আল্লাহর ফয়সালায় সৌভাগ্যবান। প্রকৃত হতভাগা সে, যে আল্লাহর ফয়সালায় হতভাগা।

তাকদির, আল্লাহ তাআলার গোপন রহস্য এবং এর অস্বীকারকারী কাফির

وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ، فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾[الأنبياء:23]، فَمَنْ سَأَلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

৪৭. তাকদির সম্পর্কে মূল কথা হলো, (তা) সৃষ্টিজগতে আল্লাহর এক গোপন রহস্য। এ সম্পর্কে আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত কোনো ফেরেশতা যেমন অবগত নন, কোনো প্রেরিত নবিও অবগত নন। এবিষয়ে গভীরে পৌঁছার চেষ্টা করা ও বেশি চিন্তাভাবনা করার পরিণাম - ব্যর্থতা, বঞ্চনার সিঁড়িতে আরোহণ ও সীমালঙ্ঘনের পথ ব্যতীত আর

কিছুই নয়। অতএব এ নিয়ে গবেষণা-পর্যালোচনা ও কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

কেননা আল্লাহ তাআলা (স্বয়ং) সৃষ্টিজগত থেকে তাকদিরের জ্ঞানকে গোপন রেখেছেন এবং এর তত্ত্ব উদঘাটনে চেষ্টা চালাতে নিষেধ করেছেন।

যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

﴿لَا يُسۡـَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡـَٔلُونَ﴾ [الأنبياء :23]

তিনি যা করেন, সে সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না বরং তারাই (জিন-ইনসান) জিজ্ঞাসিত হবে (তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে)। [সুরা আম্বিয়া : ২৩]

সুতরাং, যে প্রশ্ন করল : (আল্লাহ) কেন এই কাজ করলেন ? প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করল। আর যে আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করবে, সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।

فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ، وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودٌ، فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ، وَادِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ، وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ، وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ

৪৮. আল্লাহর যেসব আওলিয়া (প্রিয়জন) আলোকিত অন্তরের অধিকারী, এই হলো তাদের প্রয়োজনীয় আকিদার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আর এটিই ইলমে পরিপক্ব ব্যক্তিদের স্তর। কারণ ইলম দুই প্রকার।

1. এমন ইলম, যা মাখলুকের (সৃষ্টির) মধ্যে বিদ্যমান (তথা প্রকাশ্য) ;

2. এমন ইলম, যা মাখলুকের (সৃষ্টির) মধ্যে বিদ্যমান নয় (তথা অদৃশ্য-গোপন)।

প্রকাশ্য ইলম অস্বীকার করা কুফর আর অদৃশ্য-গোপন ইলমের দাবি করাও কুফর। তাই প্রকাশ্য ইলম গ্রহণ করা ও অদৃশ্য-গোপন ইলমের অন্বেষণ ছেড়ে দেওয়া ব্যতীত ইমান বিশুদ্ধ ও দৃঢ় হবে না।

লাওহে মাহফুজ ও কলম সম্পর্কে আকিদা

وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ. فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ؛ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ؛ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ

৪৯. আমরা লাওহে মাহফুজ (সংরক্ষিত ফলক) ও কলম এবং এতে লিপিবদ্ধ সবকিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি।

অতএব সমস্ত মাখলুক (সৃষ্টি) যদি একত্র হয়ে এমন কোনো বিষয় না হওয়ার জন্য চেষ্টা চালায় যা হওয়ার কথা আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তাহলে তারা এতে কখনো সক্ষম

হবে না। পক্ষান্তরে সমস্ত মাখলুক (সৃষ্টি) একত্র হয়ে যদি এমন কোনো বিষয় হওয়ার চেষ্টা চালায়, যা হওয়ার কথা আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করেননি, তাহলে তারা এতেও সক্ষম হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত যা হওয়ার তা লিখে কলম শুকিয়ে গেছে।

যা বান্দার কাছে পৌঁছেনি, তা পৌঁছার ছিল না। আর যা পৌঁছেছে, তা না পৌঁছার (ফেরার) ছিল না।

তাকদির, নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়

وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا، لَيْسَ فِيهِ نَاقِضٌ وَلَا مُعَقِّبٌ، وَلَا مُزِيلٌ وَلَا مُغَيِّرٌ، وَلَا نَاقِصٌ وَلَا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ، وَأُصُولِ الْمَعْرِفَةِ، وَالِاعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان:2]، وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب:38]. فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْقَدَرِ خَصِيمًا، وَأَحْضَرَ لِلنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا

৫০. প্রত্যেক বান্দার জেনে রাখা জরুরি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর মাখলুক (সৃষ্টি) থেকে সংঘটিত হওয়ার মতো সমস্ত বিষয়াদি সম্পর্কে আগ থেকেই অবগত। ফলে (স্বীয় ইচ্ছানুসারে) তিনি এগুলো সুনিয়ন্ত্রিত ও অকাট্য তাকদির হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আসমান-জমিনে এমন কোনো মাখলুক (সৃষ্টি) নেই, যে তা (তাকদির) নাকচ, মুলতবি কিংবা বিলুপ্ত বা পরিবর্তন করতে পারে। এমনকি

সামান্য এদিক-সেদিক কিংবা হ্রাস-বৃদ্ধি করার সাধ্যও কারও নেই। আর এটিই হচ্ছে ইমানের মূল ভিত্তি। মা'রিফাত (প্রকৃত পরিচয়-জ্ঞান)-এর মৌলিক নীতিমালা এবং আল্লাহর তাওহিদ (একত্ববাদ) ও রুবুবিয়্যাত (প্রভুত্ব)-এর সঠিক স্বীকৃতি।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন :

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا﴾[الفرقان:2]

যিনি (আল্লাহ তাআলা) প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করে তাকে দান করেছেন এক সুনির্দিষ্ট পরিমিতি। [সুরা ফুরকান : ২]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرٗا مَّقۡدُورًا﴾[الأحزاب:38]

(আল্লাহর) বিধান সুনির্ধারিত, অবধারিত। [সুরা আহজাব : ৩৮]

অতএব এমন ব্যক্তির ধ্বংস অবধারিত, যে তাকদিরের ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয় এবং রোগাক্রান্ত অন্তর নিয়ে এতে চিন্তাভাবনায় মশগুল হয়। নিশ্চয়ই সে নিজ ধারণার বশবর্তী হয়ে অদৃশ্য জগতের একটি গুপ্ত রহস্যের অনুসন্ধানে লিপ্ত হলো এবং এ বিষয়ে (অর্থাৎ, তাকদির সম্পর্কে) অসঙ্গত ও অবান্তর কথা বলে সে নিজেকে মিথ্যুক ও পাপিষ্ঠে পরিণত করল।

আরশ ও কুরসি সম্পর্কে আকিদা

وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ

৫১. আরশ ও কুরসি সত্য।

وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ

৫২. (আল্লাহ তাআলা) আরশ ও অন্যান্য সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।

مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ، وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ

৫৩. (স্বীয় ইলম ও কুদরত দ্বারা) তিনি সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন। (মর্যাদা-ক্ষমতা-কর্তৃত্বে) তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে। সমস্ত মাখলুক (সৃষ্টি) তাঁকে আয়ত্ত করতে অক্ষম।

ইবরাহিম আ. খলিলুল্লাহ এবং মুসা আ. কালিমুল্লাহ ছিলেন

وَنقُولُ: إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًا

৫৪. আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান রেখে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে বলছি : তিনি ইবরাহিম আ.-কে খলিল (বন্ধু) রূপে নির্বাচন করেছেন এবং মুসা আ.-এর সাথে (দুনিয়াতে) সরাসরি কথা বলেছেন।

ফিরিশতা, প্রেরিত নবি-রাসুল এবং তাঁদের ওপর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে আকিদা

وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ

৫৫. আর আমরা সমস্ত ফিরিশতা ও নবি আ.-গণের ওপর ইমান রাখি, রাসুল আ.-গণের ওপর নাজিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি ইমান রাখি এবং এ কথার সাক্ষ্য দিই যে, নবি-রাসুল আ.-গণ সকলেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আহলে কিবলাকে তাকফিরের মূলনীতি

وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ

৫৬. আহলে কিবলা যে পর্যন্ত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনিত দীনের সমস্ত বিধি-বিধান স্বীকার করতে থাকবে এবং তারা তাঁর (অর্থাৎ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) সমস্ত কথা ও সংবাদকে বিশ্বাস করতে থাকবে, সে পর্যন্ত আমরা তাদেরকে মুমিন-মুসলিম নামে আখ্যায়িত করব।

[**আহলে কিবলা** : শরিয়তের পরিভাষায় আহলে কিবলা ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে দীনের অপরিহার্য করণীয় এবং ইসলামের নির্দিষ্ট কার্যাবলি স্বীকার করে। যেমন : বিশ্বজগতের নশ্বরতা, কিয়ামতের দিন দৈহিক পুনরুত্থান। আল্লাহ সার্বিক জ্ঞান ও পৃথক পৃথক বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী এবং **যেসব**

বিধান কুরআন মাজিদ ও মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, তার সবকিছুই স্বীকার করে ও মেনে নেয়। তবে কোনো ব্যক্তি যদি কিবলামুখী হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তথা শরয়ি আহকাম ও ইবাদতের পাবন্দী করা সত্ত্বেও জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত যে কোনো একটি বিষয় (যেমন, আল্লাহ তাআলার উলুহিয়্যাত-হাকিমিয়্যাত, সুদ-ব্যভিচার-মদ হারাম হওয়া ইত্যাদি) অস্বীকার/নাকচ/অপব্যাখ্যা করলে সে আর আহলে কিবলা থাকে না, তখন তাকে কাফির বলে গণ্য করা হবে।]

আমরা আল্লাহর সত্তা ও তাঁর দীন (ইসলাম) নিয়ে অহেতুক বিতর্ক করি না

وَلَا نَخُوضُ فِي اللّٰهِ، وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللّٰهِ

৫৭. আমরা আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অহেতুক চিন্তা-গবেষণায় মশগুল হই না, আর আমরা আল্লাহর দীনে বিতর্ক-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করি না।

আল্লাহর কালাম কুরআন ও মুসলিমদের জামাআত সম্পর্কে আমাদের সাক্ষ্য

وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالَى لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ، وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ

৫৮. আমরা কুরআনের ব্যাপারে কোনো বিবাদ সৃষ্টি করি না। আমরা এ কথার সাক্ষ্য দিই যে, নিশ্চয়ই কুরআন রাব্বুল আলামিন (বিশ্বজাহানের রব)-এর কালাম, যা রুহুল আমিন (জিবরিল আ.)

নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। এরপর সায়্যিদুল মুরসালিন (রাসুল আ.-গণের সর্দার) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তা শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহর কালাম (এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে), কোনো মাখলুকের কালাম এর সমকক্ষ হতে পারে না। আমরা আল্লাহর কালামকে মাখলুক (সৃষ্ট) বলে মন্তব্য করি না এবং মুসলিমদের জামাআতের (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর) বিরোধিতা করি না।

গুনাহের কারণে আহলে কিবলাকে তাকফিরের মূলনীতি

وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ

৫৯. কোনো গুনাহের কারণে আমরা আহলে কিবলা (অর্থাৎ মুসলিমকে) কাফির বলবো না, যতক্ষণ না সে কোনো গুনাহকে হালাল মনে করে।

وَلَا نَقُولُ: لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ

৬০. আমরা এ কথা বলিনা যে, ইমান থাকা অবস্থায় কোনো গুনাহগারকে তার গুনাহ কোনো ক্ষতি করবে না।

আশা ও ভয়ের মাঝেই রয়েছে পূর্ণ ইমান

نَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ، وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِهِمْ، وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نُقَنِّطُهُمْ

৬১. সৎকর্মশীল মুমিনদের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী যে, (আল্লাহ তাআলা) আপন অনুগ্রহে তাদের ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে তাদের ব্যাপারে আমরা নির্ভীক (আশংকামুক্ত) নই এবং এ সাক্ষ্যও দিই না যে, জান্নাত তাদের জন্যে নিশ্চিত।

আর গুনাহগার মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাদের ব্যাপারে (জাহান্নামের আজাবের) আশংকা করি। তবে তাদের ব্যাপারেও (আল্লাহর রহমত হতে) নিরাশ হই না।

নির্ভীক ও নিরাশ হওয়া ইসলাম বহির্ভূত

وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ

৬২. নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হওয়া এবং নিরাশ ও হতাশ হওয়া, উভয়টিই দীন ইসলাম বহির্ভূত পথ। আর আহলে কিবলার (অর্থাৎ মুসলিমদের) জন্য এতদুভয়ের মাঝামাঝিতেই রয়েছে সত্যের পথ।

ইমানের আওতাভুক্ত কোনো বিষয় অস্বীকার করা কুফর

وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ

৬৩. বান্দা ইমান থেকে খারিজ (বিচ্যুত/বের) হয় না কিন্তু ঐসব বিষয়ের কোনো একটি অস্বীকার করার দরুন (বের হয়ে যাবে), যেগুলোর স্বীকারোক্তি (বান্দাকে) ইমানের গণ্ডিভুক্ত করেছে।

ইমানের পরিচয়

وَالْإِيمَانُ : هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ

৬৪. ইমান হলো মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আন্তরিক সত্যায়ন।

وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ

৬৫. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধসূত্রে শরিয়াহর যে বিধান বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য।

وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتُّقَى، وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى، وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَى

৬৬. ইমান এক। আর ইমানের মৌলিক বিষয়ে সবাই সমান। তবে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং সর্বদা ভালো কাজ সম্পাদনের অনুপাতে মুমিনদের মধ্যে স্তর ও মর্যাদার পার্থক্য হয়ে থাকে।

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ، وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ

৬৭. মুমিনগণ সকলেই রহমান-এর (অর্থাৎ আল্লাহর) প্রিয়জন। তাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত, যে মুত্তাকি (তাকওয়া অবলম্বনকারী/পরহেজগার) এবং কুরআনের সর্বোচ্চ অনুসারী।

وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

৬৮. ইমান হলো আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, (রাসুলদের নিকট পাঠানো তাঁর) কিতাবসমূহ, রাসুলগণ, (মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের পর) আখিরাতের দিন এবং তাকদিরের ভালো-মন্দ, মিষ্ট-তিক্ত সবই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে - এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ

৬৯. আমরা উপরে উল্লিখিত সব বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। আমরা রাসুলগণের মাঝে ভেদাভেদ করি না এবং তাঁরা (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) যে শরিয়াহ নিয়ে এসেছেন, সে ব্যাপারে আমরা তাঁদের সবাইকে বিশ্বাস করি (সত্য বলে স্বীকার করি)।

গুনাহগার মুমিন ব্যক্তি কাফিরদের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামি নয়

وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ، إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، بَعْدَ أَنْ لَقُوا اللَّهَ عَارِفِينَ مُؤْمِنِينَ، وَهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ، كَمَا ذَكَرَ عز وجل فِي كِتَابِهِ: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء:116،48]، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِهِ، وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَلَايَتِهِ، اللَّهُمَّ يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ثَبِّتْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى نَلْقَاكَ بِهِ

৭০. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাহর মধ্যে যারা কবিরা গুনাহ (বড় গুনাহ) করবে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না ; যদিও তাওবা না করে শুধু মুওয়াহহিদ (তাওহিদবাদী) অবস্থায় ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

(তাওবা না করার দরুন) তাদের অবস্থা আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর ফয়সালার উপর নির্ভর করে। তিনি চাইলে নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করবেন, যেমনটা তিনি তাঁর কিতাব (কুরআনে) বলেছেন :

﴿وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾[النساء:48،116]

(আল্লাহ তাআলা, শির্ক ব্যতীত) এর নিচের যে-কোনো গুনাহ যার ক্ষেত্রে চান ক্ষমা করে দেন। [সুরা নিসা : ১১৬]

আর তিনি চাইলে আপন ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে (তাদের অপরাধ পরিমাণে) জাহান্নামে শাস্তি দিতে পারেন। তারপর তিনি নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর অনুগত বান্দাদের শাফাআতের মাধ্যমে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এর কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা, তাঁর মুমিন বান্দাদের অভিভাবকত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে সেসব কাফিরদের সমতুল্য করবেন না, যারা তাঁর হিদায়াত থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে এবং তাঁর বন্ধুত্ব ও অভিভাবকত্ব লাভ করতে পারেনি। হে আল্লাহ ! হে ইসলাম ও এর আহলের (মুসলিমদের) অভিভাবক ! তোমার সাথে সাক্ষাৎ অব্দি আমাদের এই ইসলামের ওপর অটল রেখো।

সালাতে আহলে কিবলার ইক্তিদা করা ও তাদের জানাজা পড়া বৈধ

وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ

৭১. আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সৎ ও পাপাচারীর পেছনে সালাত আদায় বৈধ মনে করি এবং তাদের মৃত ব্যক্তির জানাজা পড়াও বৈধ মনে করি।

আহলে কিবলাকে তাকফিরের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি

وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

৭২. তাদের (অর্থাৎ আহলের কিবলার) কাউকে (নিশ্চিতভাবে) জান্নাতি বা জাহান্নামি বলে আখ্যায়িত করি না এবং কারও ব্যাপারে কুফর, শির্ক বা নিফাকের সাক্ষ্য দিই না, যতক্ষণ না এধরণের কিছু তাদের থেকে প্রকাশ পায় এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আল্লাহ তাআলার ওপর ছেড়ে দিই।

শরয়ি ওজর ছাড়া কোনো মুসলিমের ওপর অস্ত্রধারণ নাজায়িজ

وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ

৭৩. যাদের ওপর তরবারি ধারণ করা অপরিহার্য তারা ছাড়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাহর কারও ওপর তরবারি (অস্ত্র) ধারণ বৈধ মনে করি না।

সর্বাবস্থায় শরিয়তসিদ্ধ মুসলিম শাসকের আনুগত্য করা জরুরি

وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عز وجل فَرِيضَةً، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ

৭৪. আমরা আমাদের ইমাম (ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ) এবং (শরিয়তসিদ্ধ মুসলিম) শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ মনে করি না, যদিও তারা জুলুম করে। এমনকি আমরা তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করি না এবং তাদের আনুগত্য থেকে বিরত থাকিনা। তাদের আনুগত্য করাকে আল্লাহরই আনুগত্যের অংশ হিসেবে ফরজ মনে করি, যতক্ষণ না তারা কোনো গুনাহের কাজের নির্দেশ দেবে। আর আমরা তাদের উৎকর্ষ ও সুস্থতার জন্য দুআ করি।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অনুসরণ একান্ত কর্তব্য

وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ

৭৫. আমরা (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) সুন্নাহ ও (মুসলিম) জামাআতের অনুসরণ করি এবং বিচ্ছিন্নতা, বিরোধ ও বিভেদ থেকে দূরে থাকি।

وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ

৭৬. আমরা ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত লোকদের ভালোবাসি এবং জালিম ও খিয়ানতকারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি।

যেব্যাপারে আমাদের ইলম নেই, তা আল্লাহর হাওয়ালা করি

وَنَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ

৭৭. যে বিষয়ের জ্ঞান আমাদের কাছে অস্পষ্ট, সেক্ষেত্রে আমরা বলি : اللَّهُ أَعْلَم (এব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক জানেন)

চামড়ার মোজার ওপর মাসহ করা বৈধ

وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ

৭৮. আমরা সফরে (ভ্রমণে) ও নিজ আবাসে থাকাকালে (অজুর সময় পা ধোয়ার পরিবর্তে চামড়ার) মোজার ওপর মাসহ (হাত ভিজিয়ে মুছে নেওয়া) জায়িজ মনে করি, যেভাবে হাদিসে এসেছে।

হজ ও জিহাদ কিয়ামত অব্দি অব্যাহত থাকবে

وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، لَا يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلَا يَنْقُضُهُمَا

৭৯. মুসলিম শাসকের অধীনে হজ ও জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, চাই শাসক সৎ হোক বা ফাসিক (পাপাচারী)। কোনো কিছুই এই দুটো আমলকে বাতিল (ব্যাহত) করতে পারবে না।

বিশিষ্ট ফিরিশতাদের ব্যাপারে আমাদের আকিদা

وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ

৮০. আমরা কিরামান কাতিবিন (সম্মানিত লেখক ফিরিশতা)-এর প্রতি ইমান রাখি। আমাদের কথা ও কাজের হিসাব সংরক্ষণকারী রূপে আল্লাহ তাঁদের নিযুক্ত করেছেন।

وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ، الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ

৮১. মালাকুল মউত (মৃত্যুর ফিরিশতা)-এর প্রতি ইমান রাখি। যাকে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) বিশ্ববাসীর রুহ কবজ (প্রাণ সংহার) করার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন।

কবর সম্পর্কে আমাদের আকিদা

وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ، عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

৮২. আমরা আজাবের উপযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য কবরের শাস্তি সংঘটিত হবার ব্যাপারে ইমান রাখি। কবরের আজাবের উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য তা অবধারিত। আর আমরা একথার প্রতি ইমান রাখি যে, কবরে মুনকার ও নাকির (নামের) দুই ফিরিশতা মৃত ব্যক্তিকে তার রব, তার দীন ও তার নবি সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। (এর প্রমাণ হলো) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম থেকে (এব্যাপারে) অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ

৮৩. কবর, জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান (হবে) অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্য থেকে একটি গর্ত (হবে)।

আখিরাত সম্পর্কে আমাদের আকিদা

وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ، وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ

৮৪. আমরা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া, কিয়ামতের দিন (স্বীয়) আমলনামা পেশ, হিসাব-নিকাশ ও আমলনামা পাঠ এবং কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করার ওপর ইমান রাখি।

(আমলনামায় লিখিত স্বীয়) কৃতকর্মের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান এবং মিজান (আমলের ওজন পরিমাপকারী নিক্তি) ও পুলসিরাত (জাহান্নামের ওপর বিস্তৃত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-সুক্ষ্ম ও ধারালো রাস্তার সেতু, যার অন্যপ্রান্তে জান্নাত) - এর ওপর ইমান রাখি।

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ، لَا تَفْنَيَانِ أَبَدًا وَلَا تَبِيدَانِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ، وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا. فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ، وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ عَدْلًا مِنْهُ.

৮৫. আমরা ইমান রাখি, জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়টিই মাখলুক (সৃষ্ট) এবং বিদ্যমান রয়েছে। এ দুটি কখনো ধ্বংস বা নিঃশেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জান্নাত ও জাহান্নামকে অন্যান্য সৃষ্টির আগেই সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয়ের বাসিন্দাদেরও সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহে জান্নাতে পাঠাবেন এবং যাকে ইচ্ছা আপন ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে জাহান্নামে দিবেন।

ভালো-মন্দ সবকিছুই তাকদিরে পূর্বনির্ধারিত

وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فَرَغَ لَهُ، وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ، وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ

৮৬. প্রত্যেক ব্যক্তি সে কাজই সম্পাদন করে, যা তার জন্য আগেই নির্ধারণ করা হয়েছে এবং যার জন্যে তার সৃষ্টি, সে দিকেই সে ফিরছে। ভালো ও মন্দ উভয়টি বান্দার ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে আছে।

আল্লাহ তাআলাই বান্দাকে ইচ্ছাপোষণের ও তা কাজে রূপান্তরের সামর্থ্য দেন

وَالِاسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعْلُ مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ الْمَخْلُوقُ بِهِ، فَهِيَ مَعَ الْفِعْلِ، وَأَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوُسْعِ وَالتَّمَكُّنِ وَسَلَامَةِ الْآلَاتِ فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ، وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ، وَهُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة:286]

৮৭. ইসতিতাআত (অর্থাৎ সামর্থ্য) দুই প্রকার।

প্রথমত, ঐ ইসতিতাআত (সামর্থ্য), যার দ্বারা কাজ অনিবার্যরূপে সংঘটিত হয়। যা তাওফিকে ইলাহির অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকার ইসতিতাআতকে কোনো মাখলুকের সাথে বিশেষিত করা যায় না। তা কাজের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকে।

দ্বিতীয়ত, ঐ ইসতিতাআত (সামর্থ্য), যা সুস্থতা, সাধ্য, সক্ষমতা ও উপায়-উপকরণের নিরাপত্তার সাথে জড়িত। তা কাজ সংঘটিত হওয়ার আগে বিদ্যমান থাকে।

আর এই দ্বিতীয় প্রকার ইসতিতাআতের (সামর্থ্য) সাথেই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সংশ্লিষ্ট। এর প্রতিই ইঙ্গিত করে কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:286]

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। [সুরা বাকারা : ২৮৬]

বান্দার কাজকর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্ট ও বান্দার উপার্জন

وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلْقُ اللَّهِ، وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ

৮৮. বান্দার (জিন ও মানুষের) যাবতীয় কাজকর্ম, আল্লাহর সৃষ্টি এবং বান্দার উপার্জন।

وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، وَهُوَ تَفْسِيرُ: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ".

৮৯. আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেননি এবং যে পরিমাণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা ততটুকুই ক্ষমতা

রাখে। এটাই হলো : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই) - এর সঠিক ব্যাখ্যা।

আল্লাহ তাআলার সাহায্য ব্যতীত গুনাহ থেকে বাঁচা অসম্ভব

نَقُولُ: لَا حِيلَةَ لِأَحَدٍ، وَلَا حَرَكَةَ لِأَحَدٍ، وَلَا تَحَوُّلَ لِأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِمَعُونَةِ اللَّهِ، وَلَا قُوَّةَ لِأَحَدٍ عَلَى إِقَامَةِ طَاعَةِ اللَّهِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ

৯০. আমরা বলি, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কারও কোনো কৌশল কিংবা কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভবপর নয় এবং কারও ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহর তাওফিক ছাড়া তাঁর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে ও এর ওপর দৃঢ় থাকবে।

সবকিছুই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও ইলম অনুসারে সংঘটিত হয়

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ الْمَشِيئَاتِ كُلَّهَا، وَغَلَبَ قَضَاؤُهُ الْحِيَلَ كُلَّهَا، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا،

৯১. সবকিছু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও তাঁর ইলম অনুসারে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারণ অনুসারে চলছে। তাঁর ইচ্ছা, সকল ইচ্ছার

উপরে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সকল কলা-কৌশলের উর্ধ্বে প্রভাবশালী। তিনি যা চান, তা-ই করেন। তিনি কারও ওপর জুলুম করেন না।

আল্লাহ তাআলা সকল কলুষ-কালিমা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র

تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيْنٍ، وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾[الأنبياء:23]

৯২. আল্লাহ তাআলা, সকল অমঙ্গল ও বিপদাপদ থেকে পবিত্র এবং সকল কলুষ-কালিমা থেকে মুক্ত।

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾[الأنبياء:23]

তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং (জিন-মানুষকে) তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। [সুরা আম্বিয়া : ২৩]

বান্দার দুআ ও সাদাকাহ সর্বাবস্থায় উপকারী

وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْأَمْوَاتِ

৯৩. জীবিতদের পক্ষ থেকে দুআ ও সাদাকাহ দ্বারা মৃতদের ফায়দা হয়।

وَاللَّهُ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ وَيَقْضِي الْحَاجَاتِ

৯৪. আল্লাহ তাআলা, বান্দার দুআ কবুল করেন এবং প্রয়োজন পূরণ করেন।

আল্লাহ তাআলা সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক

وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، وَلَا غِنَى عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ، وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ

৯৫. আল্লাহ তাআলা সবকিছুর মালিক। কেউ তাঁর মালিক হতে পারবে না। এক পলকের জন্যও তাঁর থেকে কেউ অমুখাপেক্ষী হতে পারবে না। যে এক পলকের জন্যও তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী হবে (অর্থাৎ, নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করবে), সে কাফির হয়ে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে আকিদা

وَاللَّهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى، لَا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى

৯৬. আল্লাহ, ক্রুদ্ধ ও সন্তুষ্ট হন ; তবে তা বিশ্বজগতের কারো মতো নয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবা রা. সম্পর্কে আকিদা

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسُولِ صلى الله عليه وسلم ، وَلاَ نُفْرِطُ في حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُم ؛ وَلاَ نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم ، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُم ، وَبِغَيْرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُم ، ولا نُذْكُرُهُم إِلاَّ بِخَيْرٍ ، وَحُبُّهُم دِينٌ وإِيمَانٌ وإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وطُغْيَانٌ

৯৭. আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবা রা.-কে ভালোবাসি এবং ভালোবাসার ক্ষেত্রে কারও ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করি না ও কারও থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি না। যারা তাঁদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে, কটাক্ষ করে, সমালোচনা করে - আমরা তাদের ঘৃণা করি। আমরা সাহাবা রা.-কে সর্বদা উত্তমরূপে স্মরণ করি।

সাহাবা রা.-কে ভালোবাসা, দীন, ইমান ও ইহসান (-এর আলামত) এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফর, নিফাক ও সীমালঙ্ঘন (-এর পরিচায়ক)।

খিলাফাতে রাশিদা সম্পর্কে আকিদা

وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، ثُمَّ لِعُثْمَانَ رضي الله عنه، ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّونَ

৯৮. আবু বকর সিদ্দিক রা., এই উম্মাহর মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয় হওয়ার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর সর্বপ্রথম তাঁর (নেতৃত্বাধীন) খিলাফাহ (হক বলে) স্বীকার করি। তারপর উমার ইবনুল খাত্তাব রা., তারপর উসমান রা., তারপর আলি ইবনু আবি তালিব রা.-এর (নেতৃত্বাধীন) খিলাফাহ (হক বলে) স্বীকার করি। তাঁরা ছিলেন খুলাফায়ে রাশিদুন ও হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম।

[**খিলাফাতে রাশিদা** : সাইদ ইবনু জুহমান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাফিনাহ রা. আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : *আমার উম্মাহর খিলাফাতের সময়কাল (শাসনকাল) হবে ত্রিশবছর, তারপর হবে মুলুকিয়্যাত।*

{জামে তিরমিজি : ২২২৬ (সহিহ) ; সুনানু আবি দাউদ : ২/২৬৪ ; মুসনাদু আহমাদ : ১/১৬৯}

অন্য হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, *....নবুওয়াতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত হবে...*

এখানে **খিলাফাতে রাশিদা** বলতে মূলত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর ১১ হিজরি থেকে ৪১ হিজরি অব্দি ৩০ বছর ব্যাপী নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত থাকা খিলাফাতের কথা বোঝানো হচ্ছে, যেখানে মূলত ৫ জন ব্যক্তি খলিফা হিসেবে সমগ্র মুসলিম ভূখণ্ডে ন্যায়-ইনসাফের ধারা অব্যাহত রাখেন। আর তাঁরাই হলেন **খুলাফায়ে রাশিদুন** (ন্যায়পরায়ণ খলিফা)।]

আশারায়ে মুবাশশারাহ সম্পর্কে আকিদা

وَإِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ، نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، وَهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَسَعِيدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

৯৯. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, (এক মজলিসে একত্রে) দশজন সাহাবা রা.-এর নাম উল্লেখ করে তাঁদের জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার উপর ভিত্তি করে তাঁদের জান্নাতি হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিই। আর তাঁর (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) কথা সত্য।

(সেই দশজন সাহাবা রা. হলেন) :

১. আবু বকর, ২. উমার, ৩. উসমান, ৪. আলি, ৫. তালহা (ইবনু উবাইদিল্লাহ), ৬. যুবাইর (ইবনুল আওয়াম), ৭. সাআদ (ইবনু আবি ওয়াক্কাস), ৮. সাইদ (ইবনু জাইদ), ৯. আবদুর রহমান ইবনু আউফ ও ১০. এই উম্মাহর আমিন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন।

(আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হোন)

সাহাবা রা. ও আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা লালন করা ইমানের আলামত

وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ؛ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ

১০০. যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবা রা., পবিত্র স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে উত্তম ও সুন্দর মন্তব্য করবে, সে নিফাক (কপটতা, দ্বিচারিতা) থেকে মুক্ত।

[**আহলে বাইত** : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন।]

দীন ইসলামে খালাফের (পরবর্তীদের) ওপর সালাফের (পূর্ববর্তীদের) শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত

وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ، وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ، لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ

১০১. (ইসলামের) প্রথম যুগের সালাফ ও পরবর্তীতে তাঁদের সঠিক অনুসারী আলিমগণ, যারা কল্যাণ ও ঐতিহ্যের প্রতীক, দীনি ইলমে পারদর্শী ও চিন্তাবিদ - তাঁদেরকে উত্তমভাবে, কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করতে হবে। আর যে তাঁদের সম্পর্কে কটূক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করবে, সে ভুল পথের অনুসারী।

ওলিদের মর্যাদা ও কারামাত সম্পর্কে আকিদা

وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ، وَنَقُولُ: نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ

১০২. ওলিদের (অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয়জনদের) অন্তর্ভুক্ত কাউকে আমরা কোনো নবি আ.-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিইনা। বরং আমরা বলি : একজন নবি আ., সমস্ত ওলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ، وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ

১০৩. আমরা ওলিদের কারামাত (অলৌকিক ঘটনা) বিশ্বস্ত লোকদের মাধ্যমে বিশুদ্ধ বর্ণনাসহ বর্ণিত হলে বিশ্বাস করি।

আমরা কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করি

وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ: مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّال، ونُزُولِ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ، وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا

১০৪. আমরা কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখি। যেমন : দাজ্জালের আবির্ভাব, আসমান থেকে ইসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ, পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয়, দাব্বাতুল আরদ (ভূমি থেকে বের হওয়া আল্লাহর এক বিশেষ মাখলুক) নিজ স্থান থেকে বের হওয়া ইত্যাদি।

আমরা সর্বদা কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাহর ঐক্যমত্যের অনুগামী

وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِناً وَلَا عَرَّافاً، وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئاً يُخَالِفُ الكِتَابَ والسُّنَّةَ وإِجْمَاعَ الأُمَّةِ

১০৫. আমরা কোনো গণক বা জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করি না এবং তাদেরকেও বিশ্বাস করি না যারা (আল্লাহর) কিতাব (কুরআন), (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) সুন্নাহ ও উম্মাহর ইজমা (ঐক্যমত্য)-এর বিপরীত কিছু দাবি করে।

وَنَرَى الجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَاباً، والفُرْقَةَ زَيْغاً وَعَذَاباً

১০৬. আমরা (মুসলিম) জামাআতকে সত্য ও সঠিক মনে করি এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করা ভ্রান্তি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করি।

আমরা ইসলামকে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন মনে করি

وَدِينُ الله في الأَرْضِ وَالسَّماءِ وَاحِدٌ، وهُو دينُ الإِسْلَامِ، قال الله تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾[آل عمران:19]، وقال تعالى ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾[المائدة:3]

১০৭. আসমান ও জমিনে আল্লাহর (মনোনীত) দীন এক ও অভিন্ন। আর তা হলো দীন ইসলাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾[آل عمران:19]

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র দীন হলো ইসলাম। [সুরা আলে ইমরান : ১৯]

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾[المائدة:3]

আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম। [সুরা মায়িদা : ৩]

وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ، وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ، وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ، وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْيَأْسِ

১০৮. এই দীন (ইসলাম), অতিরঞ্জন-সংকোচন, তাশবিহ-তা'তিল, জাবর-কাদর - এর মধ্যবর্তী।

[**তাশবিহ-তা'তিল, জাবর-কাদর** : বিভিন্ন বাতিল আকিদা, যা একটা অন্যটার বিপরীত]

দীন ইসলাম ও আকিদার এসব বিবরণের ভিত্তিতে আমরা ওয়ালা-বারা'র চেতনা লালন করি

فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا،

১০৯. এই হলো আমাদের দীন ও আমাদের আকিদা। যা আমরা মুখে স্বীকার করি ও অন্তরে বিশ্বাস করি।

وَنَحْنُ بُرَآءُ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ، وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ، وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْآرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ، وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِيَّةِ، مِثْلَ الْمُشَبِّهَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَحَالَفُوا الضَّلَالَةَ، وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَآءٌ، وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالٌ وَأَرْدِيَاءُ وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ

১১০. এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে, যারা এগুলোর বিরুদ্ধমত পোষণ করে আমরা তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ইমানের উপর অটল ও অবিচল রাখেন এবং এর ওপরই আমাদের মৃত্যু দান করেন।

আর তিনি যেন আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও বিভেদ সৃষ্টিকারী দৃষ্টিভঙ্গি ও বিভ্রান্তিকর মতবাদ পোষণ করা থেকে রক্ষা করেন। যেমন : মুশাব্বিহা, মু'তাজিলা, জাহমিয়্যাহ, জাবরিয়্যাহ, কাদরিয়্যাহ ইত্যাদি বাতিল ফিরকার মতবাদ। এরা ছাড়াও যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বিরোধিতা করে, ভ্রান্তির পৃষ্ঠপোষকতা করে, আমরা তাদের থেকে মুক্ত আর তারা আমাদের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট।

আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও তাওফিক চাই।